ক্ষণিকা

উ ৎ স র্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃত্তমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি নিদেন-পক্ষে
ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে
সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে–
কতকটা কি অগ্নিকণায়
ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

–শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

উদ্‌বোধন	১১
যথাসময়	১৩
মাতাল	১৪
যুগল	১৬
শাস্ত্র	১৮
অনবসর	২০
অতিবাদ	২২
যথাস্থান	২৬
বোঝাপড়া	২৯
অচেনা	৩২
তথাপি	৩৪
কবির বয়স	৩৫
বিদায়	৩৭
অপটু	৩৯
উৎসৃষ্ট	৪০
ভীরুতা	৪২
পরামর্শ	৪৪
ক্ষতিপূরণ	৪৭
সেকাল	৫০
প্রতিজ্ঞা	৫৮
পথে	৬০
জন্মান্তর	৬২
কর্মফল	৬৫
কবি	৬৭
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী	৭০
বিদায়রীতি	৭৩
নষ্ট স্বপ্ন	৭৫
একটি মাত্র	৭৬

সোজাসুজি	৭৮
অসাবধান	৮০
স্বল্পশেষ	৮২
কূলে	৮৪
যাত্রী	৮৬
এক গাঁয়ে	৮৮
দুই তীরে	৯০
অতিথি	৯২
সম্বরণ	৯৫
বিরহ	৯৬
ক্ষণেক দেখা	৯৮
অকালে	১০০
আষাঢ়	১০২
দুই বোন	১০৪
নববর্ষা	১০৬
দুর্দিন	১০৯
অবিনয়	১১১
কৃষ্ণকলি	১১৩
ভর্ৎসনা	১১৫
সুখদুঃখ	১১৮
খেলা	১২০
কৃতার্থ	১২২
স্থায়ী-অস্থায়ী	১২৫
উদাসীন	১২৬
যৌবনবিদায়	১২৯
শেষ হিসাব	১৩১
শেষ	১৩৩
বিলম্বিত	১৩৬

মেঘমুক্ত	১৩৮
চিরায়মানা	১৪০
আবির্ভাব	১৪২
কল্যাণী	১৪৫
অন্তরতম	১৪৮
সমাপ্তি	১৫০

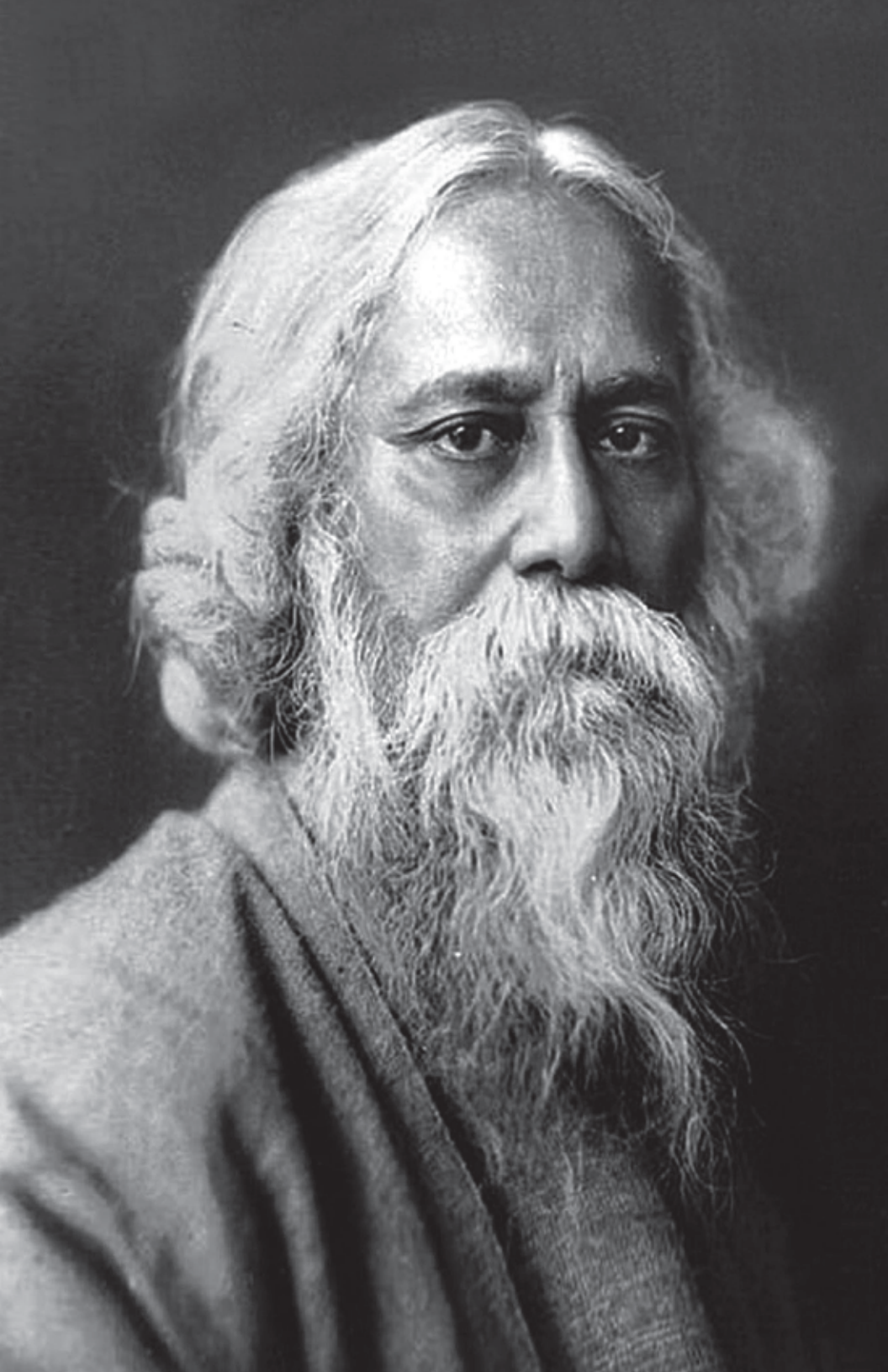

উদ্‌বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে–
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

প্রতি নিমেষের কাহিনি
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনি।

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পুরাতে।

যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিস ফুরাতে।
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজে হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিলবাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে।